আমি ইসলামকে ঘৃনা করি !

গত ১৭ই আগস্ট সারা দেশের ৬৩টি জেলায় একযোগে বোমা হামলা হয়েছে। এ হামলার দায়িত্ব জামাতুল মুজাহিদিন নামক একটি ইসলামী সংগঠনের দু'জন সদস্য স্বীকার করেছে। বারবার একটি মিথ্যা বুলি আওরানো হচ্ছে যে ইসলাম জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ নাকি সমর্থন করেনা। কিন্তু আমি বলতে চাই যে ইসলাম মৌলবাদ , জঙ্গিবাদ , সন্ত্রাসবাদ সব-ই সমর্থন করে। ধর্ম-ই মৌলবাদ, মৌলবাদ-ই ধর্ম। যে কেউ ধর্মের নিয়ম ১০০% মানতে গেলে তাকে মৌলবাদি নীতি-ই গ্রহন করতে হবে। ইসলাম ধর্ম ইসলামী মৌলবাদের উৎস। ইসলাম কখনোই শান্তি আনে না। ধর্ম মানুষকে উগ্র, অসভ্য, বর্বর করে। কোরাণ শরীফে স্পষ্টরূপে বলা রয়েছে ***'যখন হারাম মাস অতিক্রান্ত হয়ে যায় তখন মুশরিকদের হত্যা কর তাদের যেখানেই পাও এবং তাদের ধর, ঘেরাও কর এবং প্রতিটি ঘাটিতে খবরাখবর নেয়ার জন্য শক্ত হয়ে বস'[৯ :৫], ' হে নবী, কাফির, মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের প্রতি কঠোর হ-ও'[৯ : ৭৩]***মৌলবাদিরা হলো খাটি মুসলিম। তারা ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, রোযা রাখে, দাড়ি রাখে, টুপি পড়ে, জোব্বাজুব্বো পরে, বোরখা- হিজাব পড়ে, হজ্ব করে, সারাক্ষন অসভ্যের মত ***'আল্লাহু! আল্লাহু! ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করো'*** বলতে বলতে জিহাদ করে। সারা দেশে বোমা হামলার হলো - এটা ইসলাম সমর্থন করে যেহেতু তারা তেশে ইসলামী আইন জারি করতে চায়। ইসলাম কায়েমের জন্য যে কোন সংগ্রাম-ই বৈধ। ইসলাম আর ইসলামি মৌলবাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মৌলবাদিরা নারীদের বোরখা পড়ার বাধ্যতামূলক আইন জারি করতে চায়,ব্যাভিচারীদের পাথর ছুঁড়ে হত্যা করতে চায়,নারীকে অবরূদ্ধ করতে চায়, সিনেমা, যাত্রা, নাটকসহ সকল সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ করতে চায়। এগুলো সব-ই প্রকৃত ইসলামের-ই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিধান। প্রকৃত ইসলাম কায়েম করতে হলে এগুলোই করতে হবে। প্রকৃত ইসলাম ১০০% মানতে হলে দেশকে মধ্যযুগীয় অন্ধকারে নিয়ে যেতে হবে। দেশের বুদ্ধিজীবিরা নিরন্তর মৌলবাদের সমালোচনা করেন অধচ ইসলামের বিনদুমাত্র সমালোচনা করেননা। এগুলো আসলে চরম ভন্ডামি এবং স্ববিরোধীতা । এভাবে বরং বিভ্রান্তি-ই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পরিস্থিতি ক্রমশ ঘোমাটে হচ্ছে। সমস্যা কিন্তু কমার কোনো লক্ষন দেখা যাচছে না। এর কারণ ও খুব-ই সুস্পষ্ট। আর তা হলো প্রকৃত ইসলামকে দায়ি না করা। যতক্ষন পর্যন্ত সমস্যার শিকড়ের দিকে দৃষ্টি দেয়া না হবে ততক্ষন পর্যন্ত জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ, উগ্রবাদ কমবে না। একশ্রেনীর তথাকথিত 'মডারেট মুসলিম'- রা খালি বলে থাকেন যে ইসলাম খুব ভালো, ইসলাম মৌলবাদ, উগ্রবাদ সমর্থন করে না, ইসলাম নারীকে প্রচুর অধিকার দিয়েছে (!) যারা এসব মিথ্যা বুলি আওড়ান তারা কি একবার-ও ভেবে দেখেছেন যে প্রকৃত ইসলাম-ই কায়েম করলে দেশে কি ভয়াবহ মধ্যযুগীয় অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে? ? ? যদি কোনদিন দেশে ইসলামি আইন জারি করা হয় (তা যাতে না হয় তাই কামনা করি) তখন তাদের চ্যাটাং চ্যাটাং বুলি কোথায় যাবে? তখন-ও কি তারা স্বীকার করবেন না যে ইসলাম-ই মৌলবাদ, উগ্রবাদ কিংবা ইসলাম-ই নারীর মানবাধিকার হরন করেছে? তারা কি ভুলে গিয়েছেন যে তাদেস সাধের ধর্মগ্রন্থ কোরাণেই স্পষ্টরূপে লেখা রয়েছে ***'নারীরা চুপচাপ গৃহে অবসথান করো, আর পূর্বেকার যুগের নারীদের***

মতো বেশ-বিন্যাস করে ঘর হতে বের হ-ইও না।' [৩৩:৩৩] , 'পুরূষ নারীর কর্তা / পরিচালক যেহেতু আল্লাহ পুরূষকে নারীর ওপর প্রধান্য দান করেছেন কারণ পুরূষ ধনসম্পদ ব্যয় করে ও আয় উপার্জন করে.....যদি স্ত্রীদের মধ্য হইতে কারোর বিদ্রোহী হবার আশংকা করো তবে তাকে বুঝাইবার চেষ্টা করো , বিছানা হইতে পৃথক করে দাও এবং মারপিট করো'[৪:৩৪] । হাদিসে আছে ' *তিনটি জিনিশ অকল্যানকর : নারী, বাড়ি , ঘোড়া'[বোখারী], 'নারী হলো আওড়াত বা আবরনীয় জিনিশ, যখন সে অনাবৃতা হয় তখন শয়তান তাহাকে চোখ তুলিয়া দেখে'।* ছি:!ছি:! নারীকে কতটা ঘৃন্য ভাবা হলে কোরাণ ও হাদিসে এই বাক্য উচ্চারিত হতে পারে! এজন্য-ই তো মৌলবাদিরা নারীকে অবরুদ্ধ করে রাখতে চায়। কারণ ধর্ম তাদের কে নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা হরণ করতে নির্দেশ দিয়েছে। ধর্ম হলো মৌলবাদের উৎস। ইসলাম হলো কমিউনিজমের মতো একটি socio-economic-political ideology। কমিউনিজম যেমন বিভিন্ন দেসে বিভিন্ন রকম তেমনি ইসলাম-ও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। ইসলাম ধর্ম ইসালমী শরীয়া অনুযায়ী সমাজরাষ্ট্র পরিচালনা করতে বলেছে। ব্যক্তি পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি , রাজনীতি - সবকিছু ইসলাম অনুযায়ী পরিচালনা করতে হবে।আর এরকম সমাজরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে আফগানস্তানের মতো মধ্যযুগীয় অন্ধকারাচ্ছন্ন তালেবানি মৌলবাদি সমাজরাষ্ট্র-ই গঠন করতে হবে।ইসলামে ধর্মনিরপেক্ষতার কোন সথান নেই। ইসলাম গনতন্ত্রবিরোধী। ইসলামের বিধান হচছে খেলাফত। একজন মুসলিম পুরুষ রাষ্ট্রের প্রধান হবে এবং সে আজীবন খমতায় থাকবে যদি সে ইসলামী বিধান ওনুযায়ী সমাজরাষ্ট্র চালাতে পারে। অর্থাৎ ইসলামি রাষ্ট্র কখনোই আধুনিকতার দিকে ধাবিত হবে না। ইসলাম মানবতাবিরোধী। ইসলামে নিয়ম আছে যে একজন মুসলিম যদি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে তবে তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে। এটা সুস্পষ্ট মানবাধিকারের লংঘন।ইসলাম-ই যে তালেবান এটা তার অন্যতম প্রমান।মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ , উগ্রবাদ - এসবের কোনটার-ই অবসান হবে না যদি না প্রকৃত ইসলামের সমালোচনা এবং বিরোধীতা করা না হয়। বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালেই আমরা বুঝতে পারি এটি। বর্তমান বিশ্বে মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ নিয়ে কথা হচ্ছে। মুসলমানরা বলছে যে ইসলাম মৌলবাদ , জঙ্গিবাদ সমর্থন করে না, মৌলবাদিরা ইসলামের 'অপব্যাখ্যা' দিচ্ছে (!) কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এসব কথা যত বেশি বলা হোচ্ছে তত বেশি মৌলবাদের প্রকপ বেড়ে যাচ্ছে। মৌলবাদ , জঙ্গিবাদ বিন্দুমাত্র কমে নি। তাছাড়া যত মৌলবাদি , জঙ্গিবাদি ধরা পড়ছে তাদের সবাই দেখা যাচ্ছে কোনো না কোন ওলামা , মাশায়েখ, ইমাম, খতিব , মাদ্রাসার ছাত্র - শিক্ষক , মাওলানা অথবা অন্য কোনো ইসলামি সংগঠনের সদস্য। তারা সবাই লম্বা দাড়ি রাখে, বোরখা পড়ে , টুপি পড়ে, জোব্বাজুব্বো পড়ে, ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, রোজা রাখে - অর্থাৎ ইসলামের সকল বিধান মেনে চলে। শুধু তাই নয় আরো দেখা যাচছে যে মৌলবাদিদের টাকা-পয়সা- অর্থ সব আসছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি থেকে যেটা ইসলামের লীলাভুমি । তাহলে কি প্রমান হয় না যে ইসলাম-ই মৌলবাদি, উগ্রবাদি? পরিশেষে আমি বলতে চাই - আমি ইসলামকে চরমভাবে ঘৃনা করি।

তাসমিনা হোসেন,
মিরপুর, ঢাকা

* যুগান্তর যদি মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে থাকে তবে আশা করি আমার এই চিঠিটি ছাপানো হবে। কেউ যদি ধর্মের পক্ষে মত প্রকাশ করে তবে অন্য কেউ ধর্মের বিপক্ষে মত প্রকাশ করতে পারবে না কেন?